আবদুস শহীদ নাসিম
বসন্তের দাগ

বসন্তের দাগ

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

বসন্তের দাগ
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 978-984-645-080-1
শপ্র : ৭৫

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

কম্পোজ
Saamra Computer.

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২০.০০

BOSHONTER DAG by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone : 8311292, 01753422296. First Edition : February 2011.

Price Tk. 20.00

বসন্তের দাগ

এক

ডক্টর জাকের দারুণ মেধাবী। সুদর্শন। উঠতি বয়স। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন ও পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। জন্মগতভাবে জাকের একজন মুসলমান। কিন্তু এখন পুরোপুরি ইংরেজ বনে গেছে। শুধু পোশাকে আর ফ্যাশনেই নয়, ধ্যান ধারণায়ও জাকের মুসলমানিত্বের ধারে কাছে আর নেই।

তবে জাকের বড় সদালাপী। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। তার সাথে কথা হলে তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায়না।

লন্ডনে থাকতেই জাকেরের বাবা-মা ইহজগত ত্যাগ করেন। তার বাবা ছিলেন অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী। মৃত্যুকালে রেখে যান কোটি কোটি টাকার ধন দৌলত। ডক্টর জাকের পিতার একমাত্র সন্তান। পিতার জীবনকালেই জাকেরের বিয়ে হয় দেশী মেয়ে ফাতিমার সাথে। কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে ফাতিমাকে উঠিয়ে আনা হয়নি।

পিতার মৃত্যুর পরই সুদর্শন জাকেরের মুখ দিয়ে শিক্ষা জীবনে শিখে আসা পাশ্চাত্য দর্শনের বুলি বেরুতে থাকে। সে বলে : কোনো নারীকে গলায় বেধে নিতে হবে কেন? এটাতো বোকার মতো বোঝা বহন ছাড়া আর কিছু নয়। নারী হলো ফুল । মন চাইলে ঘ্রাণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তাকে গলার হার বানানো তো বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

ডক্টর জাকের কখনো তার দর্শনের সরল ব্যাখ্যা দিয়ে বলে : নারী তো নাগিনী। রূপের বাহার! বড় কোমল! কিন্তু দারুণ বিষধর! ভাগো, তার বিষাক্ত কাঁটা থেকে আত্মরক্ষা করো। নিজের দর্শনের ব্যাপারে দারুণ গর্ব জাকেরের। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন তার মগজে এমন শিকড় গেড়েছে যে, নিজ দর্শনের বিপরীত কোনো কথা শুনতেই সে প্রস্তুত নয়। নিজের প্রতিটি মতামতকে সে চূড়ান্ত মনে করে।

ধারণা যার এই, তার ঘরে বউ আনা কিংবা সংসার পাতার প্রশ্নই উঠে না। বরং সে তাড়াহুড়া করে তার দর্শনের প্রসার ঘটানোর জন্য একটা সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছে। যতো বখাটে আর ফাও খাওয়া যুবকেরা তাকে ঘিরে জমা হয়ে গেছে। একদিকে বাপের রেখে যাওয়া অগাধ সম্পদ, অন্যদিকে মন চায় যা করতে হবে তা! প্রতি দিনই পার্টি, ভ্রমণ, প্রমোদ বিহার, ঘোড় দৌড়, সিনেমা, আড্ডা, তাস ইত্যাদি লেগেই আছে।

ফাতিমার জন্য বাবা মার চিন্তার অন্ত নেই। জামাইর এসব উদ্ভট ঢং দেখে তারা অন্তরে ভীষণ ব্যাথা পাচ্ছিলেন। প্রথম প্রথম তাদের আশা ছিলো হয়তো জাকের ফাতিমাকে নেয়ার কথা বলবে। কিন্তু তারা নিরাশ হলেন। তার বন্ধু বান্ধবদের মাধ্যমে বলিয়েও কিছু হলো না। পাশ্চাত্য দর্শন তার মগজে গিজ গিজ করছে। একবার এক বন্ধু ফাতিমার কথা উঠাতেই জাকের ছোঁ মেরে বলে উঠে : আমি এতো বোকা নই যে নিজের হাতে নিজের পায়ে বেড়ি বাঁধবো।

তার সাথে এ বিষয়ে কথা বলার আর কারো সাহস হলো না। আর চেলা সঙ্গীরাও চায়না জাকের ঘর বাঁধুক। কারণ জাকের বিবি ঘরে আনলে তো তারা পরাগ উড়ানোর সুযোগ পাবে না।

দুই

ফাতিমা ইতোমধ্যে সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছে। তাছাড়া ফাতিমার বাবা তাকে সুশিক্ষাও দান করেছেন। মাতৃভাষার সাথে সাথে ফাতিমা আরবি ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করে। সাধারণ জ্ঞান ফাতিমার কারোর চাইতে কম ছিলোনা। দীনি বোনদের সাথে কাজ করে সে দীনি জ্ঞানের প্রশিক্ষণ পেয়েছে ভালোভাবে। ইসলাম সম্পর্কে সে সাধারণ আলেমদের চেয়ে অনেক ভালো জানে। দীন সম্পর্কে যতোটুকু জ্ঞান ফাতিমা অর্জন করেছে তার বাস্তব রূপায়ন ঘটেছে তার গোটা যিন্দেগীতে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করে সে ইসলামের বিধি বিধান। এমনকি তাহাজ্জদ নামাযও পড়ে।

ফাতিমা জানে, একজন মুসলিমা হিসেবে নিজ সীমার মধ্য থেকে অপরের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এ কাজ ফাতিমা দারুণ আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথেই করে। ফাতিমা প্রতিবেশী মহিলাদের কুরআনের তফসির পড়িয়েছে, ইসলামি বই পুস্তক পড়িয়েছে। সে সবার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছে।

বই কেনার ভারি সখ তার। তার রয়েছে বইয়ের এক বিরাট সংগ্রহ। এগুলোর মাধ্যমে দীনি জ্ঞান ছড়িয়ে দেয় ফাতিমা। তার কয়েকজন সই তো তারই রঙে রঙিন হয়ে গেছে। তারা প্রতি মাসে একবার মহল্লায় মহিলাদের সমাবেশ করে। কুরআন নিয়ে আলোচনা করে।

তাদের সামনে বক্তৃতার মাধ্যমে সে দীনি জ্ঞান বিতরণ করে। ফাতিমার বক্তৃতা দারুণ আকর্ষণীয়। ফাতিমা চমৎকার করে তার কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বলে। তাই তার কথা শ্রোতাদের দিলে গেঁথে যায়। মহল্লার মহিলারা ফাতিমাকে দারুণ ভালোবাসেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তারা ফাতিমার কথা শুনেন। যে ঘরের মহিলারা ফাতিমার বক্তৃতা শুনেছেন তাদের জীবনের রঙই পাল্টে গেছে। মহল্লার অনেকগুলো ঘরে সুস্থ পরিবেশ ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে মনের শান্তি, ঘরের শান্তি।

এদিকে ফাতিমার বাবা খুবই চিন্তিত। একদিকে তাঁর কন্যা ফাতিমা খাটি দীনদার ও সত্যিকারের মুসলিমা। অন্যদিকে ডক্টর জাকের তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দীনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও বিরোধিতাকারী। তিনি ভাবেন এদের মধ্যে কি করে বনিবনা হবে? কখনো তিনি জাকের থেকে ফাতিমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবার চিন্তা করেন।

একদিন তো তিনি ফাতিমার মা'র মাধ্যমে তার কয়েকজন সইর কানে একথা দিয়েই দিলেন, ফাতিমা মত দিলে জাকের থেকে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু

তিনি বুঝতে পারলেন ফাতিমা একাজ ভীষণ অপছন্দ করে। অগত্যা তিনি চুপ রইলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তাকে দারুণ পীড়া দিতে থাকে।

তিন

সময় অতীতের পথে পাড়ি জমায়। ড. জাকের নিজ খেয়াল খুশিতে মাতোয়ারা। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় ভীষণ জ্বর আসে তার। দ্বিতীয় দিন ডাক্তার আনা হয়। ডাক্তার বললেন, বসন্ত। সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা শরীরে দানার মতো বসন্ত ছেয়ে যায়। তিল পড়ার জায়গাটুকু নেই। তৃতীয়দিন সারা শরীর ফুলে ভীষণ!

বসন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বন্ধু-বান্ধব ও সংগি-সাথিরা যখন শুনলো 'বসন্ত', ছুঁৎ লাগার ভয়ে তারা জাকেরের ঘরের দিকেই আর মুখ করলো না। রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক! কে করে তার সেবা? ভাড়া করে নার্স আনা হলো। বিরাট অংকের টাকার বিনিময়ে তারা সকাল বিকেল আসা-যাওয়া করে।

রোগী সেবার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নার্সদের আছে বটে, কিন্তু এদের অন্তর সম্পূর্ণ আন্তরিকতা শূন্য। চোখে নেই সহানুভূতির দৃষ্টি। রোগীকে সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো, টেম্পারেচরের রেকর্ড সংরক্ষণ এগুলো তো চলছিলোই। কিন্তু রোগীকে স্পর্শ করতেও তাদের ঘৃণা হতো। ডাক্তার যতোটুকু নির্দেশ দিয়ে যেতো ওরা মাত্র ততোটুকুই

করতো। তারা পয়সার বিনিময়ে কাজ করে। রোগীর ব্যথায় তারা ব্যথিত নয়।

চার

একই শহরের বাসিন্দা। ফাতিমাদের বাসায়ও জামাতার অসুস্থতার খবর পৌছে। ফাতিমা শুনেই অশান্ত হয়ে উঠে। ড. জাকের যা-ই থাকুক না কেন ফাতিমা তাকে নিজের স্বামী বলেই জানে। জাকের তার বৈধ ও আইন সঙ্গত স্বামী। ইসলাম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্তব্য আরোপ করেছে ফাতিমা সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

জাকেরের এ সাংঘাতিক রোগের কথা শুনে ফাতিমা কেমন করে নিশ্চুপ থাকতে পারে? ফাতিমা পাগলপারা হয়ে উঠে। মায়ের কাছে যায় ফাতিমা। অত্যন্ত সম্মানের সাথে আরজ করে : আম্মাজান! আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে জাকেরের সেবা করতে চাই। মা তো শুনেই থ! তিনি তাকে বুঝালেন।

কিন্তু ফাতিমা যখন জিদ ধরলো, তখন তিনি ধমক দিলেন এবং রাগ করলেন। কারণ, উঠিয়ে নেয়ার আগে মেয়েকে স্বামীর বাড়ি পাঠানো রসম- রেওয়াজের সম্পূর্ণ খেলাপ। এমন সময় ফাতিমার আব্বাও এসে গেলেন। তিনি মেয়ের অভিপ্রায় জানলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে ওকে বুঝালেন : এ কেমন করে হয় মা! জাকের তো পথ ভ্রষ্ঠ হয়ে গেছে

এবং তার চরিত্র কিন্তু ....। ফাতিমা অত্যন্ত নিচু স্বরে সম্মানের সাথে আরজ করে :

"আব্বু! এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে সুশিক্ষা প্রদান করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশাবলী অবগত করিয়েছেন। আপনিই সিদ্ধান্ত দিন, একজন মুসলিম স্ত্রী হিসেবে আমাকে এখন কী করা উচিত?"

এ সংক্ষিপ্ত ভাষণে ফাতিমার অন্তরের সমস্ত কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে গেছে। ফাতিমার পিতা চিন্তা করে দেখলেন, যে মেয়ে অন্যদেরকে রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে আল্লাহর সন্তোষের পথে চলার আহ্বান জানায়, তাকে কি করে বিপরীত মত মেনে নেয়ার জন্যে বাধ্য করবেন? তিনি নিরব থাকেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে ফাতিমার আম্মার কাছে বলেন, ফাতিমার সিদ্ধান্তই নির্ভুল। তাকে জাকেরের সেবা করার জন্যে পাঠাতে হবে। তবে আমি মনে করি সেখানে ওর একা যাওয়া ঠিক নয়। সে ঘরে অন্য কোনো মহিলাও নেই। বরং তুমিও তার সাথে গেলে ভালো হয়। আমি গাড়ি আনতে যাচ্ছি।

একথা শুনে মা মেয়ে দু'জনই তৈরি হয়ে গেলেন। গাড়ি এলো। তারা দ্রুত জাকেরের বাসায় পৌঁছে যান। ঘরে শুধু ক'জন চাকর আর নার্স। গিয়েই ফাতিমার আম্মা ঘরের

যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ভার নিজের হাতে নিয়ে নেন। ফাতিমা চলে যায় জাকেরের কক্ষে তার সেবার জন্য।

এ ছিলো ফাতিমার অসীম সাহস, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা। আশ্চর্যের ব্যাপার, বর কনের মুখ দেখার পরিবর্তে কনেই বরের মুখ দেখার জন্য এসে গেছে। আর তখন বরের অবস্থা তো ছিলো এই যে, সে দু'চোখ বন্ধ করে অজ্ঞান প্রায় অবস্থায় পড়ে আছে।

জাকের একটা পালং-এর উপর নিদারুণ অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। সারাটা শরীর উদাম প্রায়। অবশ্য কফিনের মতো একটা কাপড় উপরে ঢাকনা হিসেবে দেয়া আছে। সারাটি শরীর বসন্তে বীভৎস। মুখের অবস্থা সাংঘাতিক। মুখতো মুখের মতো বুঝা যায়না। চোখ খোলা যায় না। মাথা কামানো। সারা শরীর জখমে দগদগ করছে।

এ অবস্থা দেখে ফাতিমা মোটেও ভীত হয়না। অশ্রুতে তার দু'টো চোখ ভিজে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে স্বামীর পাশে বসে পড়ে ফাতিমা। রোগীর দু'ঠোঁট শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল।

ফাতিমা বরফের টুকরো নিয়ে তার ঠোঁটে আলতো করে পানি দিতে থাকে। ডিউটিরত নার্স দূর থেকে ফাতিমার কান্ড তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ তো সে ফাতিমাকে বলেই ফেললো, রোগী থেকে যেনো দূরে থাকে। কিন্তু ফাতিমা তার কথা না শুনায় সে বললো :

'এ রোগ উড়ে গিয়ে লাগে। তুমি যদি সাবধানে না থাকো, তাহলে তোমারও হয়ে যাবে। রোগী তো মরতেই চলেছে। কিন্তু তুমিও কেন নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছো।'

ফাতিমা নার্সটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললো : দ্যাখো বোন! জীবন এবং মৃত্যুর চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। রোগের ছোঁয়াচ যেনো না লাগে সে ব্যাপারে আমি অবশ্যি সতর্কতা অবলম্বন করবো। কিন্তু আমি রোগীকে মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিতে পারিনা। শোনো বোন, ডক্টর জাকেরের সেবা করা আমার জন্য ফরয। আমি তা করবো।'

একথা শুনার পর নার্সের আর কোনো কথা বলার সাহস হলো না। এবার সে নিজের জায়গায় বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সে ভাবছে, এতো দিন তো রোগীর কিছু না কিছু তত্ত্বাবধান করতে হতো। এখন ভালোই হলো কাজ করবে অন্যজন আর পয়সা নেবো আমি।

ফাতিমা একদিকে হৃদয়ের সমস্ত দরদ নিয়ে ডক্টর জাকেরের সেবা করছে। অপরদিকে প্রতিটি মুহূর্ত তার সুস্থতার জন্যে দয়াময় প্রভুর দরবারে দোয়া করছে। জাকেরের জন্য ফাতিমা অবশ্য আগেও দোয়া করতো।

কিন্তু এতোদিনকার দোয়া ছিলো তার মানসিক সুস্থতা ও হিদায়াত প্রাপ্তির জন্যে। এখন সে দোয়া করে তার শারীরিক সুস্থতার জন্যে। রাতের অধিকাংশ সময় ফাতিমা প্রভুর দরবারে দু'হাত তুলে কাটিয়ে দেয়।

পাঁচ

ফাতিমার আগমনের তৃতীয় দিন। ড. জাকের সুস্থতার পথে এগিয়ে চলেছে। সেদিন সন্ধ্যায়ই সে চোখ খোলে। এরি মধ্যে ফাতিমা নার্সদের বিদায় দিয়েছে। জাকের প্রথমবার চোখ খুলেই দেখে, এক অপরিচিত রমণী। তবে কিছুটা চেনা চেনাও মনে হয়। কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়েই জাকের জিজ্ঞেস করে : 'আপনি কে ?'

ফাতিমা তাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে বললো : "আপনি অত্যন্ত দুর্বল। বেশি কথাবার্তা বলতে ডাক্তার আপনাকে নিষেধ করেছেন। আপনি শান্ত থাকুন। আমি আপনার খেদমতে নিয়োজিত আছি।"

জাকের কিছুই বুঝতে পারেনা। বাস্তবিক পক্ষে সে খুবই দুর্বল ছিলো। তাই আর কথা বলতেও সাহস করেনি জাকের। ফাতিমা কাছে বসে তাকে চামচে করে অল্প গরম দুধ পান করায়।

জাকের এ দুধ পানে যেনো একটা আধ্যাত্মিক আস্বাদ ও আনন্দ অনুভব করে। তার মনটা কেমন যেনো করতে থাকে। টানা টানা চোখে ফাতিমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে, কিছুই যেনো বুঝতে পারছে না। আবার জিজ্ঞেস করে : 'বলুন না আপনি কে ? এখানে কবে এসেছেন।'

ফাতিমা : 'আমি আপনার সেবার জন্যেই এখানে এসেছি। আমি আজ তিন দিন এখানে। আপনি এখন অত্যন্ত দুর্বল।

বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। পঞ্চম দিন আপনি সবকিছু জানতে পারবেন। ডাক্তারের পরামর্শ হলো আপনি যেনো ব্রেন মোটেও না খাটান, যতোখানি সম্ভব চুপচাপ আরামের সাথে শুয়ে থাকুন।'

ড. জাকের দিন দিন সুস্থ্ হয়ে উঠছে। নির্দিষ্ট সময় ডাক্তার আসেন। ঔষুধ ও খাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে যান। ফাতিমা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সময়মতো রোগীকে ওষুধ এবং খাবার খাওয়ায়। আজ জাকের উঠে বসেছে। দারুণ ঔৎসুক্যের সাথে এই অপরিচিতার সেবা ও কষ্ট অবলোকন করছে। তার চেহারা দেখে অনুমান হয়, অধীর আগ্রহে সে পাঁচ দিন শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

ছয়

পঞ্চম দিন অতিক্রান্ত হলো। ষষ্ঠ দিন ভোর। জাকের প্রায় সুস্থ্। ঘা অনেকটা শুকিয়ে গেছে। গুটির উপরের চামড়া শুকিয়ে উঠে যাচ্ছে। জাকের নিজেই উঠে এসে আজ ইজি চেয়ারে বসেছে। নাশতার সঙ্গে আজ তাঁকে চাও দেয়া হয়েছে। জাকের বুঝতে পারছিল তার ঘরে এ যুবতি একা নয়, আর একজন মহিলাও আছেন।

ফাতিমা কক্ষে প্রবেশ করতেই জাকের সোজা হয়ে বসে। সুন্দর হাসি দিয়ে বলে উঠে : অনুগ্রহ করে শুনুন। গত পাঁচ দিন আমি ভীষণ মানসিক তোলপাড়ের মধ্য কাটিয়েছি! আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পঞ্চম দিন অতিক্রান্ত হলে

আপনার সম্পর্কে সবকিছু বলবেন। এতোদিন আপনি আমার যা সেবা করেছেন তার বিনিময় আমি পরিশোধ করতে পারবো না। কিন্তু যতোটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করবো আপনার এ কষ্ট ও সহানুভূতির বিনিময় প্রদান করতে। আপনি দ্বিতীয়বার আমার জীবন দান করেছেন। আপনার সাহায্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। তবে অনুগ্রহ করে বলুন, আপনি কে ? আপনি...... ।

সাত

ফাতিমার জন্য এ ছিলো একটা পরীক্ষার সময়। নিজের পরিচয় দিতে দারুণ লজ্জা পাচ্ছিল সে। তার যেনো গলা শুকিয়ে আসছিল। কণ্ঠে কথা আসতেই তার সারা গা ঘামিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে খুব থেমে থেমে ছোট গলায় ফাতিমা বললো :

'আসলে আমি আপনার কোনো উপকার করিনি। আপনার সেবা করা ছিলো আমার কর্তব্য। আল্লাহর শোকর! তিনি আমাকে আপনার সেবা করার মতো শক্তি ও সাহস দিয়েছেন। একথা ভাববার আপনার কোনোই প্রয়োজন নেই যে আপনি আমাকে বিনিময় দান করবেন। আমি যা কিছু করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করেছি। আমার ধারণা তিনি আমার মেহনত কবুল করবেন। তার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে আমি যা কিছু আশা করি, সে বিনিময়ই আমার জন্য যথেষ্ট।'

জাকেরের জীবনে নিঃস্বার্থ সেবার এই ছিলো প্রথম নিদর্শন। ফাতিমার এই সহজ সরল কথাগুলো তার মনের দুনিয়াটা পাল্টে দেয়। কুপোকাত করে দেয় তার সমস্ত দর্শনের বুনিয়াদ। নারীদের ব্যাপারে সে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল এবং যে ব্যাপারে সে কোনো যুক্তি শুনতেই রাজি ছিলো না, সেই সিদ্ধান্তের রশিই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে ফাতিমার দিকে। তার চাহনিতে পরাস্তের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ কক্ষ নিরব। নিরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ ড. জাকের বলে উঠলো, পরিচয় তো পাইনি। আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন। আর আপনার সাথে একজন মহিলা কে?

'আ..আ..মি ফাতিমা! আমার আম্মাও আমার সাথে এসেছেন।'

'ফাতিমা! তুমি...তুমি...এখানে এসেছো! ফাতিমা...!'

জাকের আশ্চর্যে অভিভূত! কথা তার কণ্ঠে বেধে যাচ্ছে।

আট

কয়েকদিন পর। জাকের এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তার সুস্থতার খবর শুনে বন্ধু-বান্ধবরা ভিড় জমাতে শুরু করে। কিন্তু জাকের এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। সে সুসময়ের বন্ধুদের ভালোভাবে চিনেছে। তাকে মৃত্যুর মুখে একা ঠেলে দিয়ে বসন্তের টিকা লাগিয়ে নিজ নিজ ঘরে বসেছিল ওরা। এদের সবাইকে সে বিদায় দেয়।

জাকেরের দৃষ্টিতে এখন ফাতিমা শুধু একজন নারীই নয়, যেনো সাক্ষাত ফেরেশ্‌তা। ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এখন ফাতিমার হাতে। ফাতিমাও জাকেরের এ পরিবর্তন এবং মনের দুর্বলতা যথার্থই কাজে লাগায়। সুযোগ পেলেই স্রষ্টার গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করার কথা জাকেরকে বলে। নিজের বাস্তব কার্যক্রমে আখিরাতের যাবতীয় প্রমাণ এবং ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ফাতিমা তার সামনে পেশ করে।

সবচাইতে বড় কথা, স্বভাব, আচরণ ও ইবাদাতের দিক থেকে ফাতিমার গোটা জীবনটাই ইসলামের বাস্তব ছবি। জাকের ভাবে, যে শিক্ষা মানুষের মধ্যে ফেরেশতার স্বভাব সৃষ্টি করে, আর যে বিশ্বাস ফাতিমার মতো নিঃস্বার্থ মানুষ তৈরি করে, সে বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা অবশ্যি গ্রহণযোগ্য।

এরি মধ্যে কয়েক মাস অতীত হয়। জাকের নিয়মিত ইসলাম সম্পর্কে চর্চা করে। এখন সে পূর্ণ বুদ্ধি ও বিবেকসহ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ একটাই। আর তা হলো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর দেখানো পথ ইসলাম।

জাকেরের দৈহিক রোগ মনের রোগকে সুস্থ করে দেয়। তার শরীর ও মুখমণ্ডলে বসন্তের দাগ অত্যন্ত গভীর। কিন্তু সে বলে : "ফাতিমার প্রতিটি কথা আমার হৃদয়ে যে দাগ কাটে, সেগুলো আমার বসন্তের দাগের চাইতেও গভীর!"

সমাপ্ত

কিশোরদের জন্যে

আবদুস শহীদ নাসিম

- এর কয়েকটি বই

- কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
- হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
- সবার আগে নিজেকে গড়ো
- এসো জানি নবীর বাণী
- এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
- এসো চলি আল্লাহর পথে
- এসো নামায পড়ি
- নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খন্ড
- নবীদের সংগ্রামী জীবন (সম্পূর্ণ)
- সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
- বসন্তের দাগ (গল্প)
- উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
- মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬